মাধবী পিকচার্সের
শেষের ভালোবাসা

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত **মাধবী পিকচার্স প্রাঃ লিঃ**-র নিবেদন
'শ্রীগুপ্তে'র কাহিনী অবলম্বনে

শেষের আলো

সংলাপ • চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সলিল দত্ত • সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জ্জী • আলোক-চিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত • চিত্রশিল্পী : জ্যোতি লাহা • শিল্পনির্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী • সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় • শব্দগ্রহণে : সোমেন চট্টোপাধ্যায় • বাণী দত্ত • অতুল চট্টোপাধ্যায় • গীতরচনা : প্রণব রায় • কণ্ঠ-সঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখার্জ্জী • সুবীর সেন • কৃষ্ণা মুখার্জ্জী • নৃত্য-পরিচালনা : টি. কে, মারুয়াপ্পা পিল্লাই • রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী • ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ • সন্দীপ পাল • দৃশ্যসজ্জা : সুবোধ পাল • পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত • সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনঃর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জ্জী।

ভূমিকায়

উত্তমকুমার • সাবিত্রী চ্যাটার্জী • ললিতা চ্যাটার্জী • রবীন মজুমদার • সুবীর সেন • হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় • উৎপল দত্ত • গীতা দে • রবি ঘোষ • অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য • ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় • গোপাল ঘোষ ও অন্যান্য।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্ত্তী • বিবেক রায় • চিত্রশিল্পে : পিন্টু দাসগুপ্ত • সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ • শিল্প নির্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল • শব্দগ্রহণে : বলরাম বারুই • বাবাজি • রূপসজ্জায় : গৌর দাস • ব্যবস্থাপনায় : সুশীল দাস • ত্রৈলোক্য দাস • শিবাজী দাস • সাজসজ্জায় : কার্ত্তিক লক্ষ্মা • আলোক-সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য • ভবরঞ্জন দাস • অনিল পাল • সুভাষ ঘোষ • রামদাস • পরিস্ফুটনে : অবনী রায় • মোহন চ্যাটার্জ্জী • তারাপদ চ্যাটার্জ্জী।

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে আর, বি, মেহতা
কর্ত্তৃক পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

লেডী রাণু মুখার্জ্জী • এইচ্‌ মুখার্জ্জী এণ্ড ব্যানার্জ্জী সার্জিক্যাল প্রাঃ লিঃ • বাঁকীপুর ক্লাব (পাটনা) • আই, এস শরণ (এস-ডি-ও পাটনা) • মিঃ মোহিনী (পাটনা) • নিরঞ্জন সেন • মহেশ্বর প্রসাদ রায় (বিহারশরীফ) ষ্টেশনমাষ্টার • (বক্তিয়ারপুর) দুলাল ব্যানার্জ্জী • মিঃ কে ভি কামেশ্বর রাও • পি. বি, রাজু (ওয়ালন্টেয়ার)।

প্রচার-সচিব : ফণীন্দ্র পাল • প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি • স্থিরচিত্র : ক্যাপ্‌স ফটোগ্রাফী

একমাত্র পরিবেশক : চণ্ডীমাতা ফিল্মস্‌ প্রাঃ লিঃ

বোস প্রেস, ৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা-৯

কাহিনী

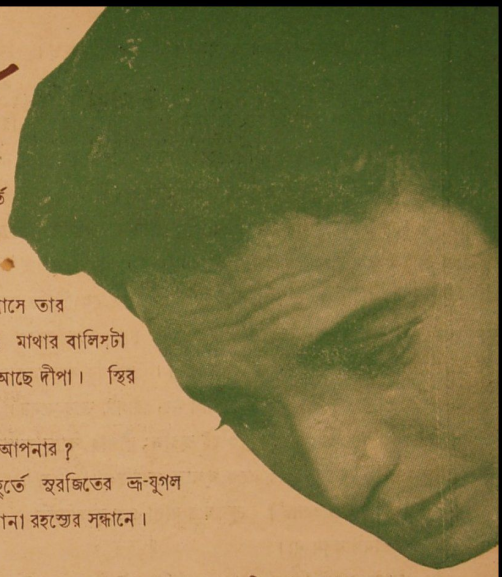

আঃ—একটা নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত আর্তনাদ সমস্ত বাড়িটাকে যেন কাঁপিয়ে তোলে। মনস্তত্ত্বের ডাক্তার সুরজিৎ সেন দৌড়ে আসে তার একমাত্র রোগিনী দীপার ঘরে। মাথার বালিশটা আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে দীপা। স্থির নিষ্পলক ভয়ার্ত একটা দৃষ্টি।

—কি হয়েছে ? কি হয়েছে আপনার ?

—শান্তনু ! শান্তনু ! মুহূর্তে সুরজিতের ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে কি এক অজানা রহস্যের সন্ধানে।

—শান্তনু কে ?

কোন উত্তর নেই। মাথায় হাত দিয়ে আরো আপনার সুরে সুরজিৎ প্রশ্ন করে আবার, কে শান্তনু ?

হঠাৎ যেন চমক ভাঙে দীপার। কঠিন স্বরে উত্তর দেয়, কেউ নয়।

বুঝতে পারে সুরজিৎ নিষ্ফল হবে আর যে-কোন প্রশ্ন। কিন্তু শান্তনু ! শান্তনুকে খুঁজে না বার করলে যে চার বছরের রোগিনী দীপা চিরজনমের রোগিনী হয়ে থাকবে। ব্যর্থ করে দেবে সুরজিতের জীবন, তার স্বপ্ন, তার সকল প্রচেষ্টা।

ডাঃ প্রিয়নাথ সোম বিলেতে থেকে সুরজিৎকে পাশ করিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, মনের আশা ছিল ছাত্র তাঁর নার্সিং-হোম দেখবে। সুরজিতের কিন্তু

মনের ডাক্তারীর ধারা সম্বন্ধে মত তখন বদলে গেছে। বাইরের চিকিৎসাটাই সব নয়, রোগীর মন আর ডাক্তারের মন—এ দুটোকে এক করাই হচ্ছে মনের চিকিৎসার একমাত্র পথ। মনের ডাক্তারী মন দিয়েই করতে হয়, আর কেমন করে করতে হয় তাই-ই দেখাবে সুরজিৎ নিজে নার্সিং-হোম করে। আগে নাম না করলে সুরজিৎ নার্সিং-হোম করবে কি করে? কে দেবে সুরজিৎকে অর্থ?

নাম করার জন্যে, নিজের থিয়োরিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এমন একটা কেস সুরজিৎকে দিলেন ডাঃ সোম, যেখানে খ্যাতিবান বহু মনস্তত্ত্ববিদ্ ব্যর্থ হয়েছেন। আর তাঁদেরই মাথা হেঁট করিয়ে দিতে সুরজিৎ এসেছে রাঙামাটিতে কোটিপতি ব্যবসায়ী অনন্ত চাটার্জীর একমাত্র মেয়ে মাতৃহারা দীপার রোগ সারাতে। চার বছর আগে পাটনা মিউজিক কনফারেন্সে নাচতে গিয়ে পড়ে পঙ্গু হয়ে যায় দীপা। আগের সব ডাক্তারেরা মিলে শুধু এইটুকুই বার করতে পেরেছে, পঙ্গুত্বটা তার রোগ নয়, রোগটা তার মনের।

ডাক্তার পরিচয়টা প্রথমে লুকিয়েই সুরজিৎ দীপার কাছে আপনার হতে চেয়েছিল। মনের রুদ্ধ দ্বারগুলো তার একে একে খুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ধরা পড়ে গেল একদিন।

—কিসের জন্যে এসেছ? ক্রুদ্ধস্বরে দীপা প্রশ্ন তুলেছিল।

—আপনিই বলুন না।

—তোমরা সবাই মিলে আমায় শক্ দিয়ে ইনজেকশন দিয়ে পাগল করে তুলেছ, আমি পাগল নই।

—আমি ঠিক এ কথাটাই সকলকে জানাতে চাই, আপনি পাগল নন।

এমন আন্তরিকতায় ভরা সুর দীপা বোধহয় চার বছরের মধ্যে আর কারুর কাছ থেকে শোনেনি। এক মুহূর্ত কেমন যেন হয়ে যায় সে, তারপর অসহায় ভাবে সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কিন্তু আমি যে ওকে মেরে ফেলেছি!

—কাকে মেরে ফেলেছেন? কাকে?

সেদিনও এ প্রশ্নের কোন উত্তর পায় নি সুরজিৎ দীপার কাছ থেকে। শান্তনুর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনন্ত চ্যাটার্জীও কিছু বলতে পারেন না।

কিন্তু সুরজিতের এ ছাড়া আর কোন ভাবনাই নেই। ভুলে গেছে সুরজিৎ সুদূর পাশ্চাত্যে ডাঃ সোমের মেয়ে বরুণা সোমকে চিঠি লিখতে। সে সময় নেই তার, তাকে পাটনায় যেতে হবে দীপার গুরু পণ্ডিত শিবশঙ্করের

কাছে। শান্তনু নামের কোন সন্ধান যদি শেষ অবধি তাঁর কাছেই পাওয়া যায়। ব্যর্থ হয় সুরজিৎ, বার বার ব্যর্থ হয়। পণ্ডিত শিবশঙ্কর দৃঢ়কণ্ঠেই জানান, তাঁর দলে কেন, শান্তনু নামে কোন কাউকেই তিনি আজ অবধি জানেন না।

রাঙামাটির বাড়িতে সুরজিতের অনুপস্থিতিটা দীপা যেন আজকাল আর কোন মতেই সহ্য করতে পারে না। উত্তেজিত হয়ে খাবারের প্লেটগুলো ছুঁড়তে থাকে। সুরজিৎকে ছাড়া সে আর খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না।

এই নিঃসঙ্গ পুরীতে সুরজিতই যে তার একমাত্র সঙ্গী, একথা কি সুরজিৎ জানে না? সুরজিতের ওপর নিজের অজান্তে দীপা যে অনেক, অনেক বেশি নির্ভর করে চলে। সুরজিতের ঘরে আলো জ্বলছে দেখে হুইল-চেয়ারটা ঠেলে এগিয়ে যায় দীপা। দরজার ফাঁক দিয়ে ভাল করে দেখবার আশা নিয়ে আরো একটু এগিয়ে যেতে চায় দীপা, কিন্তু অকস্মাৎ চেয়ারটা কেমন যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে। পড়ে যায় দীপা চেয়ার থেকে সুরজিতের দরজার সামনের মাটিতে। আওয়াজ শুনে সুরজিৎ বেরিয়ে আসে। অবাক হয় দীপাকে এমনভাবে পড়ে থাকতে দেখে, এ কি! আপনি এখানে কেন?

কি উত্তর দেবে দীপা, অসহায় চোখদুটো লজ্জাভরে নামিয়ে নেয়। বুঝতে পারে সুরজিৎ। দেখতে পায় দীপার মনের এই নতুন রূপ। দু হাতের শক্তিতে তাকে টেনে তোলে সুরজিৎ, চলুন, আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কিন্তু একি! শুধুমাত্র তার হাতটাকে নির্ভর করে দীপা তো হাঁটতে পারছে!

—আপনি হাঁটিতে পারেন?

—সে তো তুমি ধরে আছ বলে।

—আমি না ধরলেও পারবেন। চেষ্টা তো করেন নি কখনো।

—না পারব না। তুমি চলে গেলে আমি কিছুই পারব না।

তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।

কেমন যেন চমকে ওঠে সুরজিৎ, হাতটা আপনা থেকেই আলগা হয়ে যায়।

ঘুরে পড়ে যায় দীপা তারই বুকের ওপর। বড় বড় বিহ্বল চোখ দুটো মেলে তাকায় সুরজিতের চোখের দিকে।

আগুন জ্বলে ওঠে সুরজিতের বুকে। সে আগুনে ডাক্তার সুরজিৎ যেন পুড়ে ছাই হয়ে মানুষ সুরজিৎ জেগে ওঠে। যে মানুষ নিজের অতীতটাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না, ভুলতে পারে না ডাঃ সোমের মেয়ে রুণার অকৃত্রিম ভালবাসা। রুণা তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে এ-দেশের মাটি ছেড়েছে। সুদূর রোমে রুণাকে চিঠি লেখে সুরজিৎ। লেখে, ফিরে এসো তুমি। সুরজিৎকে দীপা এখন মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সুরজিত দীপার মনের গোপন কোণ থেকে শান্তনুকে খুঁজে বার করে। খুঁজে বার করে শান্তনুর মৃত্যু-রহস্য। দীপার মনে নতুন করে স্বপ্ন জাগায় সুরজিৎ, সন্ধান দেয় নতুন এক জীবনের। আর মনের পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন ভিন্ন পরিবেশের। তাই ওয়ালটেয়ারের সাগরসৈকতে যায় ওরা। সুরজিতের বেসুরো ছন্দহীন চিঠিটা বরুণাকে ফিরে আসতে বাধ্য করে। কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূর থেকে যার জন্যে ফিরে আসা, সে কোথায় ?

দীপা এখন দাঁড়াতে পারে, চলতে পারে। কি যেন এক নতুন ছন্দে সে উজ্জ্বল চঞ্চল। সারা দেশের বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকদের সামনে সুরজিৎ নিজেকে প্রমাণিত করে, প্রতিষ্ঠিত করে। অনন্ত চ্যাটার্জী—দীপার বাবা—ভাবাবেগে সুরজিৎকে বুকের মধ্যে টেনে নেন, তাঁর যা কিছু আছে সবই সুরজিৎকে দিতে চান। কিন্তু গ্রহণ করারও একটা ক্ষমতা থাকা দরকার, সুরজিতের আজ তাও নেই। রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষে রাঙামাটি থেকে পালাতে চায় সুরজিৎ। কিন্তু পারে না, দীপা সামনে এসে দাঁড়ায়।

বরুণা আবার এসেছে রাঙামাটিতে। এসেছে শুধু সবকিছুর মীমাংসা করেই ফিরে যাবে বলে। অনেক অভিযোগ গুমরে গুমরে ফিরতে থাকে বরুণার মনের ভিতর। নিজের মনটাকে যখন সুরজিৎ বদলেই ফেলেছে, যখন ভুলতে পেরেছে তার সবকিছু প্রতিশ্রুতি, ভালবাসা, তখন কি দরকার ছিল তাকে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এভাবে ফিরিয়ে আনবার ? কেন এমন করে প্রতারণা করলে তাকে সুরজিৎ ?

—কি দেখেছ তুমি ওর মধ্যে ? ওর রূপ ? ওর ঐশ্বর্য ?

গভীর রাতে সুরজিতের ঘরে বরুণা এসেছে। বেদনাহত কণ্ঠে সুরজিৎ বলে—

—না রুণা। রূপ নয়, ঐশ্বর্য নয়। আমি দেখেছি ওর মনটাকে, আর সেই মনটাকেই সুস্থ করে তুলতে আমি ওর সঙ্গে অভিনয় করেছি, হ্যাঁ, ভালবাসার অভিনয়। কারণ, ডাক্তারের কাছে রুগীকে ভালবাসা পাপ, অন্যায়।

কিন্তু এ তো শুধুই ডাক্তারের কথা, মানুষের কথাও
কি তাই ? সুরজিৎ কি শুধুই ডাক্তার ?
সে কি মানুষ নয় ?

সঙ্গীত

(১)

ওগো কাজল নয়না
বল বল ওগো বল
তুমি কি গো সেই মধুমালা মোর
শত জনমের কামনা।
মন বলে তুমি কত সুন্দর জানি
ঐ রূপের মায়ায় হার মেনে যায়
লক্ষ কবির বাণী
ওই মুখপানে চেয়ে চেয়ে
দোলে সাত সাগরের বাসনা॥
আজ বলি শোন কানে কানে
হাসিতে তোমার যে রঙের খেলা
সে রঙ ছড়াই গানে গানে
এ জীবনে আমি যদি গো তোমারে পাই
সোনার মুকুট মুকুতা মানিক
কিছুই নাহি যে চাই
কারে মন দিলে, মনে মনে
তুমি সেই কথাটি বল না॥

(২)

ফিরে ফিরে ডাকে
কে যেন আমাকে
সে কি মোর কিশোর বেলা।
মনে পড়ে যায়, ভুলে যাওয়া দিন
কত হাসি গানের মেলা॥
সেদিন যে মায়া ছিল বাতাসে
সোনালি স্বপ্ন ছিল আকাশে
কতদিন সেই বসন্ত নেই
ফুরায়েছে ফুলেরি খেলা॥
আজ নিঝুমপুরীর সেই রূপকুমারী
মায়াবীর বাঁশী শুনে জেগেছে
আমার এ দুটি চোখে
নতুন স্বপ্ন যেন লেগেছে
মন দোলে অজানার বাঁশীতে
চোখে তবু জল আসে হাসিতে
আমি যেন হায় সোনার খাঁচায়
বন্দিনী পাখী একেলা

ইউনাইটেড সিনে
প্রোডাকসন্সের

থানা থেকে আসছি

পরিচালনা • হীরেন নাগ
ভূমিকায় • উত্তম • মাধবী
কমল • দিলীপ

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নিবেদন
শম্ভু মিত্র • অমিত মৈত্রের
নাটকাবলম্বনে

কাঞ্চন রঙ্গ

পরিচালনা • অমর গাঙ্গুলী
ভূমিকায় • তৃপ্তি মিত্র • অরুণ মুখার্জী • গঙ্গাপদ
লতিকা বসু • সুব্রতা • বিপিন গুপ্ত • শোভেন

চণ্ডীমাতা
ফিল্মস
পরিবেশিত
আগামী
ছবি

ডি.আর.প্রোডাকসন্স-এর
নিবেদন

আলোর পিপাসা

পরিচালনা - তরুণ মজুমদার
সংগীত - হেমন্ত মুখার্জী
ভূমিকায় - সন্ধ্যা রায় • বসন্ত চৌধুরী
পাহাড়ী • অনুপ • ভানু প্রভৃতি

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

অভয়া ও শ্রীকান্ত

পরিচালনা •
হরিদাস ভট্টাচার্য্য
শ্রীকান্তের ভূমিকায় •
গুরু দত্ত